জ্বীনের আছরে ৬০ ফুট উচ্চতার নারিকেল গাছে নারী

নারিকেল গাছের মাথা থেকে তাহমিনা (২২) নামে এক নারীকে উদ্ধার করেছে দমকল বাহিনীর সদস্যরা। জ্বিনের প্রভাবের কারণে গত বৃহস্পতিবার (২৪ জুন) রাত ৯টার দিকে মহেশপুর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের একটি নারিকেল গাছে উঠে পড়ে তহমিনা।

তিনি ওই গ্রামের হাসানের স্ত্রী। তাদের ঘরে তামান্না নামে ৬ মাসের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তাহমিনার স্বামী হাসান জানান, স্ত্রীর জ¦◌ীনের প্রভাব ছিল।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধায় বাজারে গেলে বাড়ি থেকে খবর আসে স্ত্রী তহমিনা বাড়ির পাশে বড় নারিকেল গাছের মাথায় ঝুলছে। অনেক চেষ্টা করেও নামাতে না পেরে মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা এসে স্ত্রীকে গাছ থেকে নামিয়ে আনে।

মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার শ্রী রমেশ কুমার সাহা জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বেগমপুর গ্রামের একটি নারিকেল গাছের মাথা থেকে তহমিনাকে উদ্ধার করা হয়। গাছটি প্রায় ৬০ ফুট উচু হবে।

নামানোর সময় ওই নারীর জ্ঞান ছিলো না। উদ্ধার শেষে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি এখন ভাল আছেন বলে স্টেশন অফিসার শ্রী রমেশ কুমার সাহা গনমাধ্যমকর্মীদের জানান।

দামুড়হুদায় এডিপির প্রকল্প পরিদর্শন করলেন ইউএনও

দামুড়হুদা উপজেলার দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের এডিপির প্রকল্প পরিদর্শন করলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। গতকাল বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এডিপির

প্রকল্প পরিদর্শন করলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শরীফুল ইসলাম। অপরদিকে দামুড়হুদা সদরের এডিপি প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন কালে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, পিআইসি কমিটি এবং টেন্ডারের মাধ্যমে বিভিন্ন এডিপির প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক হয়েছে বলে তিনি জানান।

শৈলকুপা স্বপ্নের ব্রিজ উদ্বোধন করলেন এমপি আব্দুল হাই

ঝুঁকিতে ঝুলছে সেতু, ভেঙে পড়েছে বর্ডারগার্ড” এমন বিভিন্ন শিরোনামে ফলাও করে প্রচার হয়েছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাতলাগাড়ী নতুন বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর খবর। গত বছর চরম জনদূর্ভোগের সংবাদটি গুরুত্বের সাথে প্রকাশ পায় বিভিন্ন অনলাইন ও দৈনিক পত্রিকায় এক পর্যায়ে শৈলকুপা ১ আসনের সাংসদ, সাবেক মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল হাই এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিবিড় প্রচেষ্টায় শুরু হতে যাচ্ছে ব্রীজের কাজ। প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দের এ ব্রীজ সম্পন্ন হতে এখন মাত্র সময়ের ব্যবধান। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় এমপি আব্দুল হাই এর নিজ বাসায় সীমিত পরিসরের আয়োজনে তিনি এ ব্রীজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও ধলহরাচন্দ্র ইউপি চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান বিশ্বাস, যুগ্ম- আহবায়ক সরোয়ার জাহান বাদশা, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম আব্দুল হাকিম, ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শামীম হোসেন মোল্লা ও সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা নাসরিন লিপি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি দিনার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী

জহুরুল হক প্রমুখ।

করোনাকালে এনজিওর ঋণ আদায় স্থগিত

লকডাউন চলাকালে কোন এনজিও প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের নিকট থেকে কিস্তির টাকা আদায় করতে পারবে না। ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় এই সিদ্ধিান্ত গ্রহন করা হয়।

সভায় বলা হয় যে সব এনজিওর ক্রেডিট প্রগ্রাম আছে তাদের ঋণ আদায় কর্মসুচি স্থগিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ সেলিম রেজা সাক্ষরিত ৩৭৫/৮০ নাম্বার স্মারকের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানা গেছে।

৩০ বছর আগে মৃত ব্যক্তির সাক্ষর জাল করে জমি অধিগ্রহনের টাকা উত্তোলন

৩০ বছর আগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিসহ ১১ জনের সাক্ষর জাল করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া মৌজার জমি অধিগ্রহনের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া গ্রামের মৃত আফছার উদ্দিন খাঁর ছেলে মহিউদ্দিন খাঁসহ তার ১১ ভাই সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ আব্দুল মতলেব খার সন্তানেরা পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, ২৮৪ দাগে কেবল তাদেরই জমি রয়েছে। মহিউদ্দীন খাঁর দাবীকৃত জমি সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী অধিগ্রহন করে নিয়েছে। এদিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে লিখিত বক্তব্যে মহিউদ্দিন খাঁ অভিযোগ করেন মৃতব্যক্তিসহ ১১ ভাইয়ের সাক্ষর জালিয়াতি করে জমি অধিগ্রহনের টাকা তুলে নেওয়ার পরও অবশিষ্ট জমির সীমানা পিলার উঠিয়ে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আমাদেরকে সন্ত্রাসী উল্লেখ করে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয় ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজায় আর এস চুড়ান্ত ৫২ নং খতিয়ানে ২৮৪ দাগে ৯৬ শতক জমি ছিল। তার মধ্যে আমার পিতার দেওয়া আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁর নামে দলিলকৃত ৭৯ শতক জমি রয়েছে। বাকি ১৭ শতক জমি আমাদের ১১ ভাইয়ের নামে। কিন্তু আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁ একটি গ্যাস কোম্পানীর কাছে আমাদের না জানিয়ে জমি বিক্রি করে আমাদের সাক্ষর জাল করে ক্ষতি পূরণের সরকারী অর্থ হাতিয়ে নেয়। ১৯৮৪ সালে আব্দুল কুদ্দুস খাঁ মারা যান। অথচ ২০১৪ সালে তার সাক্ষর জাল করে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাকি ১০ ভাইয়ের সাক্ষরও নকল করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ঝিনাইদহের বিজ্ঞ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মামলা নং-৩০৩/২০। মামলার সমন জারির হওয়ার পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ রফার পর সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁকে ৭৯ শতক জমি বুঝিয়ে দিয়ে বাকি ১৭ শতক জমিতে পিলার পুতে দেওয়া হয়। কিন্তু গত ২৩ জুন মিমাংসাকৃত ১৭ শতক জমির পিলার উপড়িয়ে জোর পুর্বক দখল করে নেওয়া হয়। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সম্মানীয় ব্যক্তিদের নামে অশ্লীল ভাষায় মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এঘটনার সঙ্গে সৎ ভাই আব্দুল মতলেব, শের আলী খাঁ, মুরাদ আলী খাঁর ছেলে দেলোয়ার হোসেন দুলু, কামাল খাঁ ওরফে ফিটু, বিপুল খাঁ জড়িত। এদিকে পোড়াহাটী ইউনিয়ন ভুমি অফিসের ভুমি সহকারী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামের এক প্রত্যায়নপত্র থেকে জানা গেছে ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজার আরএস ৫২ নং খতিয়ানের ২৮১ ও ২৮৪ দাগে ৮০ শতক জমির মুল মালিক হচ্ছে আব্দুল মতলেব খাঁ। তিনি ১৪২৮ বাংলা সন পর্যন্ত খাজনাও দিয়েছেন।

পোড়াহাটী ইউনিয়ন ভুমি অফিস সুত্রে জানা গেছে, ২৮৪ দাগের মোট ৩৩

শতক জমি অধিগ্রহন করা হয়। এরমধ্যে আব্দুল মতলেব খাঁর ৮ শতক, আবু বক্কার খাঁর ১৫ শতক ও আবু বকর খাঁ অন্যজনের কাছে বিক্রিত ১০ শতক জমি। বিষয়টি নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম ফিটু ও দেলোয়ার হোসন খাঁ দুলু জানান, সাক্ষর জালের খবরটি তারা বলতে পারবেন না। ২০১৪ সালের ৭ জুলাই তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল আলীমের দেওয়া প্রত্যায়নে ১১ জনের সাক্ষর ছিল। সেটা জাল কিনা তা তদন্তের বিষয়।

পানির ট্যাংকিতে বিষ দিয়ে শিক্ষক পরিবারকে হত্যার চেষ্টা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উত্তর কচুয়া গ্রামে পানির টাংকিতে বিষ মিশিয়ে এক স্কুল শিক্ষকের গোটা পরিবারকে হত্যাচেষ্টা করা হয়। টের পেয়ে বিষ মিশ্রিত পানি ব্যবহার বন্ধ করে দেন ওই পরিবারটি।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবার সুত্রে জানা গেছে, ২৩ জুন সন্ধ্যার দিকে শৈলকুপার বেনীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক দেবাশীষ কুমার বিশাস ও তার ভাই আশীষ কুমার বিশাসের পানির টাংকিতে উচ্চমাত্রার বিষ প্রয়োগ করে। পানির ট্যাপ ছাড়ার পরই বিষ মিশ্রিত দূর্গন্ধ পানি বের হজতে থাকে। বিষয়টি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও দেখেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন জোয়ার্দ্দার মামুন ও কচুয়া তদন্ত পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তাকে। তারা সরেজমিনে ঘটনা পরিদর্শন করেন।

পরিবারটির অভিযোগ ২০০১ সাল থেকেই একটি প্রভাবশালী মহল তাদের সহায়-সম্পত্তি ভোগ দখল করার জন্য নানা ভাবে অত্যাচার করে যাচ্ছে। তার অংশ হিসেবে গোটা পরিবারকে হত্যার ছক কষা হয়। পরিবারটি তৎকালীন জাসদ গণবাহিনীর একটি গ্রুপের দ্বারা উপর্যুপরি নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বলেও জানা যায়। বর্তমানে ৬ সদস্যের পরিবারের সবাই চরম নিরাপত্তাহীনতায় সময় পার করছেন।

স্কুল শিক্ষক দেবাশীষ কুমার জানান, তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে দূর্বৃত্তরা এধরনের অপকর্মে লিপ্ত বলে মনে করি। এ ব্যাপারে ৫নং কাঁচেরকোল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন জোয়ার্দ্দার মামুন

জানান, বিষয়টি দুঃখজনক। পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা মিলেছে।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, বর্বরোচিত এ ঘটনায় জড়িতদের সনাক্ত করতে সব ধরনের প্রশাসনিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, উত্তর কচুয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী এ পরিবারটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করতে পুলিশ কাজ করছে।

তরল অক্সিজেন চলবে আর মাত্র ৩দিন

করোনার থাবায় বিপর্যস্ত ঝিনাইদহ জেলায় প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। এমন পরিস্থিতিতে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা বিভাগে জায়গা হচ্ছে না রোগীদের। ফলে অনেককেই মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তরল অক্সিজেন যা আছে তাতে চলবে মাত্র তিন দিন। এ নিয়ে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সদর হাসপাতালে করোনা বিভাগে গত এক সপ্তাহ আগে ৫০টি শয্যার বিপরীতে স্থান সংকুলান না হওয়াই আরও ২০ টি শয্যা বাড়ানো হয়। বর্তমানে এ বিভাগে ৭০ শয্যার বিপরীতে ভর্তি রয়েছে ৬৮ জন। এর মধ্যে ৫১ জনের করোনা পজিটিভ এবং ১৭ জনের উপসর্গ রয়েছে। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৩টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এ নিয়ে আক্রান্তে সংখ্যা দাঁড়াল ৩ হাজার ৭১১ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৮৯২ জন। মোট জেলায় মারা গেছেন ৭৮ জন। এমন পরিস্থিতিতে চিন্তিত সচেতন মহল। তারা বলছেন, দিন দিন জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্ট হবে। আগামীতে কী হবে, তা ভাবতেই ভয় লাগছে। তবুও মানুষ সচেতন হচ্ছে না। এমনকি লকডাউনও মানছে না অনেকে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. হারুন-অর-রশিদ জানান,

হাসপাতালে প্রতিদিন নতুন নতুন করোনায় আক্রান্ত রোগী হওয়ায় চিকিৎসক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এতো মানুষকে একসঙ্গে চিকিৎসা দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বেশ কয়েকজন মেডিকেল কর্মকর্তা চেয়ে আবেদন করা হলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি এখনও কাজে যোগদান করেননি।

হাসপাতালের তত্বাবধায়ক আরও বলেন, ‘বর্তমানে হাসপাতালে ১ হাজার ৫০০ লিটার তরল অক্সিজেন রয়েছে। এটা দিয়ে আগামী তিনদিন চলবে। তবে রোগীদের অবস্থা বেশি খারাপ হলে এর আগেই অক্সিজেন শেষ হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, ‘রোগী বাড়তে থাকলে হাসপাতালের অবস্থা আরও প্রকট হতে পারে। হয়তো অন্যান্য সেবা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। এ বিষয়েও স্বাস্থ্য অধিদফতরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউডেশনে’র উদ্যোগে সরকারি যাকাত ফান্ড ও কল্যাণ ট্রাষ্টের চেক বিতরণ

ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউডেশন ঝিনাইদহ শাখা’র উদ্যোগ ২৪ জুন সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-২১ অর্থ বছরে সরকারি যাকাত ফান্ড ও ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্টের চেক দূস্থ অসহায় ও অসচ্ছল ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চেক বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক, মোঃ ইয়ারুল ইসলাম , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ( রাজস্ব) মোঃ সেলিম রেজা,, ভুটিয়ারগাতি আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান।

সরকারী যাকাত ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত ৩,৯৪,৪৩৪/- টাকা যাকাতের

নির্ধারিত খাতে ঝিনাইদহ জেলার প্রতিটি পৌরসভা ও ইউনিয়নে ১জন করে মোট ৮৩ জন দুস্থ ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্টের প্রতি উপজেলা থেকে ২জন করে ৬ উপজেলায় মোট ১২ জনকে সুদমুক্ত ঋণ বাবদ ১,৪৪,০০০/- টাকা ও আর্থিক সাহায্য প্রতি উপজেলা থেকে ৯ জন করে মোট ৫৪ জনকে ২,১৬,০০০/- টাকাসহ সবর্মোট ৭,৫৪,৪৩৪/- টাকা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চেক প্রদান করা হয়।

মৃতব্যক্তির সহি-স্বাক্ষর জালিয়াতি, জমি দখলের চেষ্টা প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মৃতব্যক্তিসহ ১১ ভাইয়ের সহি জালিয়াতি, জোরপূর্বক সীমানা পিলার উঠিয়ে জমি দখলের চেষ্টা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া গ্রামের মৃত আফছার উদ্দিন খাঁ এর ছেলে মহিউদ্দিন খাঁসহ তার ১১ ভাই। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনাতনে এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিউদ্দিন খাঁ।

লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে বলেন, আমার পিতার ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজায় আর এস চুড়ান্ত ৫২ নং খতিয়ানে ২৮৪ দাগে ৯৬ শতক জমি ছিল। তার মধ্যে আমার পিতার দেওয়া আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁ এর নামে দলিলকৃত ৭৯ শতক জমি রয়েছে। বাকি ১৭ শতক জমি আমাদের ১১ ভাইয়ের নামে।
এরই মাঝে আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁ একটি গ্যাস কোম্পানীর কাছে আমাদের না জানিয়ে আমাদের নিজ নামীয় জমি ব্যবহার করে এবং আমাদের সহি জাল করে বন্টনকৃত ক্ষতি পূরণের অর্থ হাতিয়ে নেয়।
তিনি আরও বলেন, ১৯৮৪ সালে আমার ভাই আব্দুল কুদ্দুস খাঁ মারা যায়

এবং আমার মৃত ভাইয়ের নাম নকল সহি করে ২০১৪ সালে। বাকি আমাদের ১০ ভাইয়ের সহি নকল করে একই সালে টাকা উত্তোলন করে।
এ ঘটনা পরবর্তীতে অবগত হওয়ার পর উক্ত জালিয়াতির বিষয় আমরা সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁকে জানানোর পর তারা উক্ত বিষয়ে কোন কর্নপাত করে না। পরে এ ঘটনায় ঝিনাইদহের বিজ্ঞ আদালতে একটি মামলা দায়ের করি। যার মামলা নং-৩০৩/২০।
মামলার সমন জারির হওয়ার পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ নামায় আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁকে ৭৯ শতক জমি বুঝিয়ে দিয়ে বাকি ১৭ শতক জমিতে পিলার পুতে দেওয়া হয়। কিন্তু এরই মাঝে চলতি বছরের ২৩ জুন তারিখে বেলা অনুমান বেলা ১১ টায় আমাদের মিমাংসাকৃত ১৭ শতক জমির পিলার জোরপূর্বক উপড়ে নিয়ে যায়। বিষয়টি জানার পর এ ঘটনায় আমার ভাই খাইরুল ইসলাম বাদি হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এছাড়াও আমরা জানতে পারি, আমাদের খাঁ গোষ্টির সম্মানীত লোকদের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক) এ অশ্লীল ভাষায় মিথ্যা অপপ্রচার করে। আমার সৎ ভাই আব্দুল মতলেব, শের আলী খাঁ এবং মুরাদ আলী খাঁর ছেলে দেলোয়ার হোসেন দুলু, কামাল খাঁ ওরফে ফিটু, বিপুল খাঁ এবং তাদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী প্রকৃতির বেশ কয়েকজন ব্যক্তি দিয়ে সমাজে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এবং মারপিট করার বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ভুক্তভোগি পরিবারটি।

ঝিনাইদহে শিশু হাসপাতালটি এখন নিজেই রোগী

ঝিনাইদহে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের একমাত্র ২৫ শয্যার বিশেষায়িত শিশু হাসপাতালটি এখন ঢাল তলোয়ার না থাকা নিধিরাম সর্দ্দারের মতো। হাসপাতালে না আছে জনবল, না আছে শিশুদের পরীক্ষা নিরিক্ষার যন্ত্রপাতি। নানা সংকটে হাসপাতালটি এখন নিজেই রোগী।

নয়নাভিরাম পরিপাটি সুরম্য ভবনটি কেবল শিশু হাসপাতালের নাম পরিচয় নিয়েই দাড়িয়ে আছে ১৬ বছর। ফলে শিশু রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা

পেলেও পরীক্ষা নিরিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জনবল নিয়োগ না করায় সুরম্য স্টাফ কোয়াটারগুলো খালি পড়ে আছে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, ১৫ বছর আগে দেওয়া শিশু হাসপাতালের ৩ কোটি টাকা মুল্যমানের যন্ত্রপাতির কোন হদিস নেই। সেগুলো গায়েব হয়ে গেছে। কিছু পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী এই শিশু হাসপাতালটি ঝিনাইদহে প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালে।

প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পর গত ৯ জানুয়ারি শিশু হাসপাতালটি যন্ত্রপাতি, ডাক্তার ও জনবল সংকট নিয়ে চালু করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব আসাদুল ইসলাম (সাবেক স্বাস্থ্য সচিব) ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডাঃ রাশেদা সুলতানাসহ ঝিনাইদহের জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অথচ উদ্বোধনের ৬ মাস পার হলেও নিয়োগ দেওয়া হয়নি ডাক্তারসহ অন্যান্য পদে। পরীক্ষা নিরিক্ষার যন্ত্রপাতি না থাকায় ল্যাবরেটরি ফাঁকা পড়ে আছে। জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি চেয়ে ৭ বার চিঠি দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবার। কোন উত্তর আসেনি।

সর্বশেষ ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন দপ্তর থেকে গত ১১ মার্চ ৫২৩ নং স্মারকে জনবল নিয়োগ ও একই তারিখে ৫২১ নং স্মারকে যন্ত্রপাতি চেয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও লাল ফিতার দৌরাত্মে আটকে আছে ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতালের ভবিষ্যাত। ওই চিঠি সুত্রে জানা গেছে, সরকারী শিশু হাসপাতালটিতে একমাত্র নার্স ব্যাতিত অধিকাংশ পদ শুন্য।

চিকিৎসকের ৫টি পদের মধ্যে স্থায়ী নিয়োগ আছে মাত্র একজন চিকিৎসকের। অফিসিয়াল কাজের জন্য ৫ জন স্টাফের মধ্যে একজনও নেই। এছাড়া ওয়ার্ডবয়, আয়া, কুক, মশালচি, মালি, ঝাড়ুদার ও সুইপার পদে কোন নিয়োগ দেওয়া হয়নি। দুই জন কনসালটেন্ট’র মধ্যে আছেন একজন। দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল কাজ করার জন্য কোন লোক নেই।

নেই কম্পিউটার ও প্রিন্টার। অনেকটা হাওলাদ ও চেয়েচিন্তে সরকারী শিশু হাসপাতালের কাজ পরিচালিত হচ্ছে বলে স্টাফরা জানান। হাসানুজ্জামান নামে এক শিশু রোগীর অভিভাবক জানান, হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা মোটামুটি ভালো। ওয়ার্ডের পরিবেশ চমৎকার। এখান থেকে ফ্রি ওষুধও দেওয়া হয়।

কিন্তু খাওয়া ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন সিস্টেম নেই। শিশু হাসপাতালটি শহর থেকে অনেক দুরে হওয়ায় বাইরে থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বেগ পেতে হয়। বিশেষায়িত শিশু হাসপাতালটির জুনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ আলী হাসান ফরিদ (জামিল) জানান, শিশু রোগীদের সবচে বেশি সমস্য হচ্ছে তাদের পরীক্ষা নিরিক্ষা।

হাসপাতালে কোন যন্ত্রপাতি না থাকায় শিশুদের দুর দুরান্ত থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হচ্ছে। অথচ একটি করে ফটোথেরাপি, ইনকিউবেটার, নেবুলাইজার, এক্সরে ও সাকার মেশিন হলে আপাতত চিকিৎসা কার্যক্রম চালানো সম্ভব হতো।

তিনি বলেন নিজেদের টাকায় একটি কম্পিউটার ও প্রিন্ট মেশিন কেনা হয়েছে। ৮ জন সেচ্ছাসেবির বেতন দিচ্ছেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু ও জাহেদী ফাউন্ডেশন।

তিনি বলেন শিশু হাসপাতালে ১৫টি স্টিলের আলমিরা, ৭টি ফাইল কেবিনেট, ৩৪টি লোহার র্যাক, ৭০টি চেয়ার ও ৩৬টি ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল থাকলেও পড়ে থেকে সেগুলো বেশির ভাগ ব্যবহারের অযোগ্য।

তবে ঘষে মেজে কাজ চালানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম জানান, করোনা মহামারির কারণে সব কিছু পিছিয়ে যাচ্ছে। ১০ দিনের কাজ এখন এক বছরেও হচ্ছে না। সবাই ব্যবস্থ করোনা নিয়ে।

তিনি বলেন, আমরা শিশু হাসপাতালটির পুর্নাঙ্গতা ফিরিয়ে আনতে প্রতিনিয়ত চিঠির মাধ্যমে মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখছি। আশা করা যায় জনবল ও যন্ত্রপাতির সংকট দুর হবে।

ওই হাসপাতালের নার্স ও সেচ্ছাসেবীরা জানান, জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে ডাঃ আলী হাসান ফরিদ (জামিল) দায়িত্ব গ্রহনের পর সরকারী শিশু হাসপাতালটির ক্রমাগত শোভা বর্ধন করা হচ্ছে।

পরিত্যাক্ত জমিতে ফুল বাগান ও ফলদ ও বনজ বৃক্ষ লাগানো হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতাল চত্বর দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। মুল ভবন ও স্টাফ কোয়াটার সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে লোক নিয়োগ করা হয়েছে।